গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম অধিদপ্তর
৪,রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০।
www.dol.gov.bd

বিষয়ঃ শ্রম অধিদপ্তরের বিষয়াদি বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে গত ২৭/০৮/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীর আলোকে শ্রম অধিদপ্তরের বিষয়াদির বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন নিম্নোক্ত ছক মোতাবেক সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

মন্ত্রণালয় ও সকল দপ্তর/ সংস্থার জন্য প্রযোজ্য বিষয়াবলি				
ক্র/নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
২.২	**শূন্যপদে জনবল নিয়োগ** যুগ্মসচিব (প্রশাসন) সভায় জানান, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের গ্রেড ১৩- গ্রেড ২০ (৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি) ৫টি শূন্যপদ পূরণের নিমিত্ত গত ১৭-০৫-২০১৯ তারিখে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ নির্ধারিত ছিল কিন্তু অনিবার্য কারণবশত: লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। দ্রুত শূন্যপদ নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) অবহিত করেন, এ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তার ৩টি শূন্যপদ পদোন্নতি কোটায় পূরণের জন্য বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়ে গত ০৮-০৭-২০১৯ তারিখে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক সভায় অবহিত করেন, শূণ্যপদ পূরণের জন্য উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন), জনাব জোবেদা খাতুন-কে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসাবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সংরক্ষিত ১০% কোটায় শূন্যপদ পূরণের ছাড়পত্র গ্রহণের লক্ষ্যে নির্ধারিত চেকলিষ্ট অনুযায়ী গত ১৬-০৫-২০১৯ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কতিপয় তথ্য/প্রমাণকসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য পত্র প্রেরণ করে। উক্ত পত্রের চাহিদা অনুযায়ী কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবটি ২১-০৮-২০১৯ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	(ক) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের শূন্যপদ পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ১০% সংরক্ষিত কোটায় শূন্যপদ পূরণের ছাড়পত্র জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে পাওয়ার বিষয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সংস্থাপন শাখা প্রয়োজনীয় যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) মন্ত্রণালয়ের ৩টি প্রশাসনিক কর্মকর্তার শূন্যপদ পূরণের জন্য বাংলাদেশ সরকারি কর্ম-কমিশন সচিবালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর/ যুগ্মসচিব (সংস্থাপন)/ যুগ্মসচিব (প্রশাসন)	প্রযোজ্য নয়

ক্র/নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
২.৩	**নিয়োগবিধি চূড়ান্তকরণ** শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভায় অবহিত করেন, শ্রম পরিদপ্তরকে গত ২৭-১১-২০১৭ তারিখে অধিদপ্তরে উন্নীতকরণের পর শ্রম অধিদপ্তর, নিম্নতম মজুরি বোর্ড, শ্রম আদালত ও শ্রম আপীল আদালত (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৮ অনুমোদনের জন্য গত ৩১-১০-২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গত ২৪-০২-২০১৯, ১২-০৫-২০১৯, ১০-০৬-২০১৯ এবং ০২-০৭-২০১৯ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য নিয়োগবিধির ওপর ২৫-০৮-২০১৯ তারিখে চূড়ান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি আরও জানান, শ্রম অধিদপ্তরের অর্গ্রানোগ্রাম অনুমোদনের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ছক অনুযায়ী মন্ত্রণালয় হতে ১৩-০৬-২০১৯ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। আলোচ্য বিষয়ে ০৮-০৭-২০১৯ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে একটি প্রাথমিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তথ্যাদি প্রেরণের জন্য গত ১৬-০৭-২০১৯ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে পত্র প্রেরণ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পত্রের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য প্রেরণের জন্য মন্ত্রণালয় হতে ২৩-০৭-২০১৯ তারিখে শ্রম অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি এ সংক্রান্ত কোন তথ্য পাওয়া যায় নি। শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত করার কার্যক্রম চলমান বলে জানিয়েছে।	(ক) শ্রম অধিদপ্তর, নিম্নতম মজুরি বোর্ড, শ্রম আদালত ও শ্রম আপীল আদালতের (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৮ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে নিয়োগবিধির খসড়া প্রজ্ঞাপন প্রস্তুত করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রেরণ করার পর সংস্থাপন শাখা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (খ) শ্রম অধিদপ্তরের অর্গ্রানোগ্রাম অনুমোদনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক সাত কার্যদিবসের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র মন্ত্রণালয়ের সংস্থাপন শাখায় প্রেরণ করতে হবে। তদানুযায়ী সংস্থাপন শাখা তিন কার্যদিবসের মধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ/পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রেরণ করবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর/ চেয়ারম্যান নিম্নতম মজুরী বোর্ড /যুগ্মসচিব (সংস্থাপন)/ রেজিস্ট্রার, শ্রম আপীল আদালত	(ক) প্রযোজ্য নয় (খ) শ্রম অধিদপ্তরের অর্গ্রানোগ্রাম অনুমোদনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক শ্রম অধিদপ্তরের ১১/০৯/২০১৯ তারিখের ৪০.০২.০০০০. ০৩১.৫১.০০১.১৬.৪৬৭ নং স্মারকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র মন্ত্রণালয়ের সংস্থাপন শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে।
২.৪	**APA ২০১৯-২০২০ বাস্তবায়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা** APA ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা উপসচিব (কর্মসংস্থান) বলেন, অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রতি মাসে নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৪-০৭-২০১৯ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা APA লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রধান বলেন, জেলা-পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে নিয়ে নিয়মিতভাবে প্রতি ৩ মাস অন্তর সভা আয়োজন অব্যাহত আছে। সচিব বলেন, ২০১৯-২০ অর্থবছরের APA লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে বছরের শুরু থেকেই আরও তৎপর হতে হবে।	(ক) APA ১০০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। (খ) মন্ত্রণালয়ের APA ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে আবশ্যিকভাবে প্রতিমাসে সভা করে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবে। (গ) অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা-প্রধানগণ জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে নিয়ে প্রতি ৩ মাস অন্তর সভা আয়োজন করে APA লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।	অনুবিভাগ প্রধানগণ/ অধিদপ্তর/দপ্তর /সংস্থার-প্রধানগণ/APA ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	(ক) শ্রম অধিদপ্তর ২০১৯-২০ অর্থবছরে APA লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১০০ ভাগ অর্জনের লক্ষ্যে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। প্রতিমাসে দপ্তরের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করছে। (খ) প্রযোজ্য নয়। (গ) শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে প্রতি ০৩ মাস অন্তর সভা আয়োজন করে APA লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

ক্র/নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
২.৫	**ই-ফাইলিং চালুকরণ** সিস্টেম এনালিস্ট বলেন, প্রাপ্ত অধিকাংশ পত্র ই-ফাইলিং-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। জুলাই' ২০১৯ মাসে হার্ডফাইলে প্রাপ্ত ডাক ফ্রন্টডেস্ক কর্তৃক ৯৫% আপলোড করে ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। অধিকাংশ অধিশাখা/শাখায় ই-ফাইলিংয়ের মাধ্যমে ন্যূনতম ৮৫% নথি নিষ্পন্ন করা হয়। শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভায় অবহিত করেন, শ্রম অধিদপ্তরের আওতাধীন ৩২টি শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রে আগামী এক মাসের মধ্যে ই-ফাইলিং চালু করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় তহবিল ও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক বলেন, ই-ফাইলিং কার্যক্রম আরও গতিশীল আনয়নের জন্য এটুআই মাধ্যমে নতুন কর্মচারীদের ই-ফাইলিংয়ের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সচিব বলেন, ই-ফাইলিং কার্যক্রমে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন যে সকল দপ্তর/সংস্থা ১ম স্থান অর্জন করবে সেসব দপ্তর/সংস্থাকে পুরস্কার প্রদান করা হবে। তিনি আরও বলেন, নিম্নতম মজুরী বোর্ড ও শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের ই-ফাইলিংয়ের কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে হবে। ই-ফাইলিং কার্যক্রমে কোন কারিগরি সমস্যা দেখা দিলে মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেল তাৎক্ষনিক সহযোগিতা করবে।	(ক) হার্ডফাইলে প্রাপ্ত ডাক ফ্রন্টডেস্ক হতে কমপক্ষে ৯৫% আপলোড করে ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (খ) সকল অধিশাখা/শাখায় ই-ফাইলিংয়ের মাধ্যমে ন্যূনতম ৮৫% নথি নিষ্পন্ন করতে হবে। (গ) নিম্নতম মজুরী বোর্ড, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, কেন্দ্রীয় তহবিল ও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে ই-ফাইলিং কার্যক্রম আরও জোরদার ও বাস্তবায়ন করতে হবে। (ঘ) শ্রম অধিদপ্তরের আওতাধীন ৩২টি শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রে আগামী ১৭/০৯/২০১৯ তারিখের মধ্যে ই-ফাইলিং চালু করতে হবে। (ঙ) ই-ফাইলিং কার্যক্রমে কোন সমস্যা দেখা দিলে আইসিটি শাখা কর্তৃক তাৎক্ষণিক সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। (চ) মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা তাদের ক্যাটেগরিতে ১ম স্থান অধিকার করলে পুরস্কার প্রদান করা হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা-প্রধান/সকল কর্মকর্তা/সিস্টেম এনালিস্ট	(ক) হার্ডফাইলে প্রাপ্ত ডাক ফ্রন্টডেস্ক হতে ৯৫% এর অধিক আপলোড করে ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। (খ) সকল অধিশাখা/শাখায় ই-ফাইলিংয়ের মাধ্যমে ৯৫% এর অধিক নথি নিষ্পন্ন করা হয়। (গ) প্রযোজ্য নয়। (ঘ) এটুআই এর সহযোগিতায় ইতোমধ্যে ই-ফাইলিং সার্ভারে শ্রম অধিদপ্তরের আওতাধীন ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের দপ্তর তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আইডি তৈরির কাজ চলমান। আইডি তৈরি শেষে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে দপ্তরগুলোকে কার্যকর করা হবে। (ঙ) ই-ফাইলিং কার্যক্রমে কোন সমস্যা দেখা দিলে মন্ত্রণালয়ের আইসিটিসহ এটুআই এর সাথে যোগাযোগ করে সমাধান করা হয়।
২.৬	**অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ** মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশিক্ষণ) ও দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ সভায় অবহিত করেন, মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের প্রশিক্ষণের কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। জুলাই ২০১৯ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর কর্তৃক ৪৭ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, নিম্নতম মজুরি বোর্ড কর্তৃক ১১ জন কর্মচারীকে ১ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন হতে ০৩ জন ও কেন্দ্রীয় তহবিল হতে ১৯ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সচিব বলেন, অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা তাদের প্রশিক্ষণের ক্যালেন্ডার মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ শাখায় প্রেরণ করবে তদানুযায়ী মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	(ক) প্রশিক্ষণ কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী আবশ্যিকভাবে ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে করতে হবে। (খ) মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার আগামী ১১/০৯/২০১৯ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ শাখায় প্রেরণ করবে। প্রশিক্ষণ শাখা তদানুযায়ী মনিটরিং করবে।	সকল অধিদপ্তর/দপ্তর /সংস্থা-প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশিক্ষণ)	(ক) প্রশিক্ষণ কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী আবশ্যিকভাবে ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। (খ) প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার শ্রম অধিদপ্তরের গত ০৫/০৮/২০১৯ তারিখের ৪০.০২.০০০০.০৩৬.২৫.০২২. ১৫.২২৮ নং স্মারকের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। হয়েছে। প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হচ্ছে।

ক্র/নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
২.৭	**তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ** সিস্টেম এনালিস্ট জানান, সংশ্লিষ্ট অধিশাখা/শাখা হতে তথ্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে মন্ত্রণালয়ের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ করা হয়। এ প্রসঙ্গে সচিব বলেন, তথ্য বাতায়নে কি কি তথ্য প্রেরণ করতে হবে তার একটি তালিকা আইসিটি সেল তৈরি করবে। তিনি সেই সাথে সংশিষ্ট সকলকে ওয়েবসাইটে তাদের জন্য প্রযোজ্য অংশ নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করে হালনাগাদ করার ব্যবস্থা নিতে হবে এবং আইসিটি শাখা প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।	(ক) মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখার কি-কি তথ্য প্রেরণ করতে হবে তার একটি তালিকা চেকলিস্ট আকারে আইসিটি সেল সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখার সহযোগিতায় আগামী সমন্বয়সভায়র পূর্বেই প্রণয়ন করবে এবং তদানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (খ) আবশ্যিকভাবে সংশ্লিষ্ট সকলকে ওয়েবসাইটে তাদের জন্য প্রযোজ্য অংশ পর্যবেক্ষণ করে নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।	সকল কর্মকর্তা/সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/ সংস্থা-প্রধান/সিস্টেম এনালিস্ট	(ক) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ের আইসিটি শাখার (প্রোগ্রামার) নিকট চেকলিস্ট চাওয়া হয়েছে। প্রাপ্তি সাপেক্ষে চেকলিস্ট অনুযায়ী তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ করা হবে। (খ) নিয়িমিতভাবে সংশ্লিষ্ট সকলকে ওয়েবসাইটে তাদের জন্য প্রযোজ্য অংশ পর্যবেক্ষণ করার এবং সে অনুযায়ী তথ্য প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
২.৮	**অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি** যুগ্মসচিব (বাজেট) সভায় জানান, মন্ত্রণালয়ের ২৮টি অডিট আপত্তির মধ্যে ১৪টি অডিট আপত্তির নিষ্পত্তিমূলক জবাব সিভিল অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রেরিত ১৪টি অডিট আপত্তির মধ্যে ০৭টি অডিট আপত্তির নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া গেছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের ২৪টি আপত্তির মধ্যে ২৪টি আপত্তির ব্রডশীট জবাব সিভিল অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনো নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। শ্রম অধিদপ্তরের অনিষ্পন্ন ১২টি অডিট আপত্তির মধ্যে ০৮টি ব্রডশীট জবাব সিভিল অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। কোনো নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের ১৪টি অডিট আপত্তি মধ্যে ০২টি ব্রডশীট জবাব সিভিল অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। সচিব বলেন, শ্রম আপীল ট্রাইবুন্যালের অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা ও রেজিস্ট্রার শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ব্যক্তিগত ভাবে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	(ক) যে সমস্ত অডিট আপত্তির ব্রডশিট জবাব প্রস্তুত করা হয়নি মন্ত্রণালয়ের অডিট টিম কর্তৃক দ্রুত সময়ের মধ্যে ব্রডশিট জবাব প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (খ) যে সমস্ত অডিট আপত্তির ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে তা ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (গ) মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রার ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে। (ঘ) প্রয়োজনে দ্বিপাক্ষিক ও ত্রিপক্ষীয় সভা আয়োজন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/ সংস্থা-প্রধান/ যুগ্মসচিব (বাজেট)/প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা।	(ক) শ্রম অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের ০৪ টি সিভিল অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব তৈরীর কাজ প্রক্রিয়াধীন। (খ) মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এ দপ্তরের ০৮ টি আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সিভিল অডিট অধিদপ্তরে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। (গ) প্রযোজ্য নয়। (ঘ) প্রযোজ্য নয়।
২.৯	**বাজেট** সহকারী সচিব (সেবা) জানান যে, মন্ত্রণালয়-এর ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরে প্রকিউরমেন্ট প্লান তৈরী করা হয়েছে। ২৩ জুলাই ২০১৯ তারিখে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ সভায় জানান অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রকিউরমেন্ট প্লান ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকিউরমেন্ট প্লান অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে। যুগ্মসচিব (বাজেট) বলেন, প্রতি তিন মাস অন্তর নিয়মিতভাবে Budget Management Committee (BMC) সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সর্বশেষ ২০-০৮-২০১৯ তারিখে BMC সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	(ক) শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরে প্রকিউরমেন্ট প্লান তৈরী করে ১৭/০৯/২০১৯ তারিখের মধ্যে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। (খ) প্রকিউরমেন্ট প্লান অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করতে হবে। (গ) তিন মাস অন্তর নিয়মিত Budget Management Committee (BMC) সভা আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে। (ঘ) কেনাকাটায় ই-জিপি/ই-টেন্ডার পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ যুগ্মসচিব (বাজেট)/ (প্রশাসন) অধিদপ্তর/দপ্তর /সংস্থা-প্রধান	(ক) শ্রম অধিদপ্তরের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের প্রকিউরমেন্ট প্লান ৩১ জুলাই ২০১৯ তারিখে ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। (খ) শ্রম অধিদপ্তরের প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে। (গ) নির্দেশনা প্রতিপালন করা হবে। (ঘ) কেনাকাটায় ই-জিপি/ই-টেন্ডার পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে।

ক্র/নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
২.১০	**স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুতকরণ** উপসচিব (সংস্থাপন) স্থাবর সম্পত্তির তালিকা সংগ্রহপূর্বক ডাটাবেজ তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সচিব বলেন, মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার স্থাবর সম্পত্তির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসকের কার্যালয়/ভূমি অফিসের সাথে যোগাযোগ করে নিজস্ব নামে নামজারি/রেকর্ড সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(ক)মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার স্থাবর সম্পত্তির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গণপূর্ত অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসকের কার্যালয়/ভূমি অফিসের সাথে যোগাযোগ করে সংগ্রহপূর্বক নিজস্ব নামে নামজারি/রেকর্ড সংশোধনীসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) এ বিষয়ে প্রয়োজনে বিধিমোতাবেক সিভিল মামলা করতে হবে।	সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/ সংস্থা-প্রধান/ যুগ্মসচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব (সংস্থাপন)	(ক) মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর/ সংস্থার স্থাবর সম্পত্তির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গণপূর্ত অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসকের কার্যালয়/ভূমি অফিসের সাথে যোগাযোগ করে সংগ্রহপূর্বক নিজস্ব নামে নামজারি/ রেকর্ড সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০৮/০৯/২০১৯খ্রিঃ তারিখে নং ৪০.০২.০০০০.০৩৩. ৪৯.০০০.১৭.২১৮ স্মারকের মাধ্যমে শ্রম অধিদপ্তরের অধীনস্থ যে সকল অফিস সমূহের স্থাবর সম্পত্তির নামজারী করণ অদ্যাবধি হয়নি তাদের উক্ত পত্রের মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা হয়ছে। (খ) (১) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ এ ০৪(চার)টি সিভিল মামলা চলমান রয়েছে। (২) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, সিরাজগঞ্জে ০১(এক)টি সিভিল মামলা চলমান রয়েছে।
২.১১	**অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় অভিযোগ নিষ্পত্তি** কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক জুলাই ২০১৯ মাসে ৩১০টি অভিযোগের মধ্যে ২৭৫টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এবং শ্রম অধিদপ্তরে প্রাপ্ত ০৪টি অভিযোগ অনিষ্পন্ন রয়েছে। যথাসময়ে অভিযোগকারীকে অবহিত করা হয়। সচিব বলেন, প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করতে হবে।	(ক) প্রতি মাসের প্রাপ্ত অভিযোগ যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করতে হবে। (খ) নির্দিষ্ট সময়ে অভিযোগকারীকে অবহিত করতে হবে।	অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা (অনিক)/সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/ সংস্থা-প্রধান	(ক) আগস্ট, ২০১৯মাসে শ্রম অধিদপ্তরে বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, খুলনায় ০১ (এক) টি ও বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহীতে ০১(এক) টি অভিযোগ পাওয়া যায় । বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, খুলনায় প্রাপ্ত অভিযোগটি নিষ্পন্ন হয়েছে এবং বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহীতে প্রাপ্ত অভিযোগটি নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান । (খ) কার্যক্রমচলমান।
২.১২	**ইনোভেশন আইডিয়া** নমুনা ছক' মোতাবেক গত ০৫-০৮-২০১৯ তারিখে এ মন্ত্রণালয়ের প্রোগ্রামার এবং সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার-এর নিকট থেকে ০৪ (চার)টি ইনোভেশন আইডিয়া পাওয়া গিয়েছে। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা নমুনা ছক মোতাবেক প্রাপ্ত ইনোভেশন আইডিয়াসমূহ যাচাই বাছাই করা হচ্ছে। সচিব বলেন, প্রত্যেক কর্মকর্তাকে আগামী সমন্বয়সভার পূর্বে একটি করে ইনোভেশন আইডিয়া প্রদান করতে হবে। ইনোভেশন টিম কর্তৃক বিষয়টি নিশ্চিতের ব্যবস্থা করতে হবে।	(ক) ইনোভেশন আইডিয়া প্রদানের ছক অনুযায়ী আগামী সমন্বয়সভার পূর্বে মন্ত্রণালয়সহ আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার সকল কর্মকর্তাকে আবশ্যিকভাবে ইনোভেশন আইডিয়া প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট ইনোভেশন টিমের নিকট জমা দিতে হবে। মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম কর্তৃক বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। (খ) প্রাপ্ত ইনোভেশন আইডিয়া সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	সকল কর্মকর্তা/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অধিদপ্তর/দপ্তর/ সংস্থার ইনোভেশন টিম প্রধান/সিস্টেম এনালিস্ট	(ক) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শ্রম অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের নিকট থেকে ইনোভেশন আইডিয়া পাওয়া গেছে যা যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। (খ) ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের নিমিত্ত প্রেরণ করা হবে।

ক্র/নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
২.১৩	**মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের ডকুমেন্টরি তৈরি ও প্রচার** সভায় যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন, শ্রমিক কল্যাণ এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ-এর ওপর টিভিসি প্রচারের জন্য সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরান্তে আধা-সরকারি পত্র তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সচিব বলেন, প্রচারের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি আরও বলেন, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন লক্ষ্যে নতুন করে টিভিসি তৈরীর ব্যবস্থা করতে হবে।	(ক) শিশুশ্রম শাখা কর্তৃক প্রশাসন শাখা ও আইসিটি সেলের সহযোগিতায় শিশুশ্রমের ওপর নতুন করে একটি ডকুমেন্টরি তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (খ) ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন, শ্রমিক কল্যাণ এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ-এর ওপর ০৩ (তিন)টি টিভিসি প্রচারের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে প্রচারের ব্যবস্থা নিতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব (আইও)/ সিস্টেম এনালিস্ট সহকারী সচিব (নারী ও শিশুশ্রম শাখা)	প্রযোজ্য নয়
২.১৪	**আদালতে চলমান রীট মামলা মনিটরিং** সিস্টেম এনালিস্ট সভায় জানান, চলমান আদালত মামলা মনিটরিং সংক্রান্ত একটি software তৈরি করা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ৩০৬টি মামলার তথ্য এন্ট্রি প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তী ১৫দিনের শুনানীযোগ্য মামলার তথ্য দেখার ফিচার সংযোজন করা হয়েছে। আরও নতুন ফিচার সংযোজন এবং নোটিফিকেশন সিস্টেম চালুর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	(ক) মন্ত্রণালয়ের আইন শাখা ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক চলমান রীট মামলাসমূহের তথ্য সফটওয়্যারে এন্ট্রি দিতে হবে। (খ) আদালতে দৈনন্দিন উপস্থাপিত মামলাসমূহ নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (শ্রম)/ মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর/ মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর/সিস্টেম এনালিস্ট	(ক) শ্রম অধিদপ্তরের চলমান রিট মামলাসমূহের তথ্য software-এ ১৪১ টি এন্ট্রি দেয়া আছে। প্রাপ্তি সাপেক্ষে রিট মামলা এন্টির কাজ চলমান আছে। (খ) আদালতে দৈনন্দিন উপস্থাপিত মামলাসমূহ নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।
২.১৫	**সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী অধিশাখা/শাখা পরিদর্শন** যুগ্মসচিব (প্রশাসন) বলেন, প্রশাসন অধিশাখা কর্তৃক শাখা পরিদর্শনের একটি ফরমেট তৈরির জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। জুলাই ২০১৯ মাসে আদালত, নারী ও শিশু শাখা, হিসাব শাখা, কর্মসংস্থান অধিশাখা ও বাজেট শাখা হতে পরিদর্শন প্রতিবেদন পাওয়া যায়।	(ক) ৩ সদস্য বিশিষ্ট গঠিত কমিটি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে নতুন ফরমেট (ছক) এবং মন্ত্রণালয়ের ৩২টি শাখা পরিদর্শন সংক্রান্ত একটি ক্যালেন্ডার তৈরি করবে। (খ) সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী শাখা পরিদর্শন করতে হবে। নতুন ফরমেট অনুযায়ী পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রশাসন শাখায় প্রেরণ করবে। (গ) পরিদর্শন প্রতিবেদনে সুস্পষ্ট সুপারিশ প্রদান করতে হবে, সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	যুগ্মসচিব (প্রশাসন)/ সকল কর্মকর্তা	প্রযোজ্য নয়
২.১৬	**কমপক্ষে একটি ডিজিটাল সেবা, একটি সেবা সহজীকরণ ও একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ** সিস্টেম এনালিস্ট বলেন, APA কর্ম-পরিকল্পনায় ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরে মন্ত্রণালয়সহ আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থায় কমপক্ষে একটি ডিজিটাল সেবা, একটি সেবা সহজীকরণ ও একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করার নির্দেশনা রয়েছে। সচিব বলেন, নতুন করে একটি	আগামী সমন্বয়সভার পূর্বে মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থা একটি ডিজিটাল সেবা, একটি সেবা সহজীকরণ ও একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ-এর ধারণা মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেলে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ / সিস্টেম এনালিস্ট	প্রাপ্ত আইডিয়াসমূহ যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের একটি ডিজিটাল সেবা, একটি সেবা সহজীকরণ ও একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ-এর ধারণা মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেলে

	ডিজিটাল সেবা, একটি সেবা সহজীকরণ ও একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।			প্রেরণ করতে হবে।
২.১৭	**কলকারখানার লাইসেন্স প্রদান/লাইসেন্স নবায়ন** কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক জুলাই ২০১৯ মাসে ৫০০টি কারখানা, প্রতিষ্ঠানে লাইসেন্স প্রদান করা হয় এবং ৬৭৫৪টি লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে।	কলকারখানার লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	প্রযোজ্য নয়
২.১৮	**ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, সিবিএ নির্বাচন, পরিদর্শন ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ** কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে জুলাই ২০১৯ মাসে ১৩২টি কারখানা/প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিষয়ে Compliance নিশ্চিত করা হয়েছে। শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক জুলাই ২০১৯ মাসে ট্রেডইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রাপ্ত ২৪০টি আবেদনের মধ্যে ২৩টি আবেদন রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে, ০৯টি আবেদন প্রত্যাখান করা হয়েছে, ১৮৬টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং ২২টি আবেদন নথিজাত করা হয়েছে।	ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, সিবিএ নির্বাচন, পরিদর্শন ও কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিদর্শক, ডিআইএফই/মহাপরিচালক,শ্রম অধিদপ্তর	শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক (১৮৬+৫৫)=২৪১ টি আবেদনের মধ্যে ৩৩ টি আবেদন রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে, ২৮ টি আবেদন প্রত্যাখান করা হয়েছে, ১২৩ টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং ৫৭ টি আবেদন নথিজাত করা হয়েছে এবং আগস্ট/১৯ মাসে শ্রম অধিদপ্তরে কোন সিবিএ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি।
২.১৯	**শ্রম আদালত/ট্রাইব্যুনালের মামলা নিষ্পত্তি** উপসচিব (আদালত) জানান, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক জুলাই, ২০১৯ মাসে ৯৬৩টি মামলা দায়ের এবং ৭৫১টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। বর্তমানে মোট ১৮,১৪৯টি মামলা অনিষ্পন্ন রয়েছে। শ্রম আদালতসমূহের কর্মদিবসের সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন কেন তার বিষয়ে মৌখিক আলোচনা হয়েছে। মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির জন্য শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং ৭টি শ্রম আদালতের চেয়ারম্যানগণের সমন্বয়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সুবিধামত সময়ে সভা আয়োজন করা যেতে পারে।	(ক) মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির জন্য শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং ৭টি শ্রম আদালতের চেয়ারম্যানগণের সমন্বয়ে সুবিধামত সময়ে মন্ত্রণালয়ে একটি সভা আয়োজন করতে হবে।	উপসচিব (আদালত)/ রেজিস্ট্রার শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল	প্রযোজ্য নয়
২.২০	**মজুরি নির্ধারণ/পুন:নির্ধারণ** শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভায় জানান, শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক জরুরীভিত্তিতে মালিক প্রতিনিধির মনোনয়ন প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনকে, শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধির নামের প্রস্তাব প্রেরণের জন্য জাতীয় শ্রমিক লীগকে পুনরায় তাগিদপত্র এবং বিভাগীয় শ্রম দপ্তর ও আঞ্চলিক শ্রম দপ্তরসমূহকে পত্র মারফত অনুরোধ করা হয়েছে। নিম্নতম মজুরী বোর্ডের সচিব বলেন, নিম্নতম মজুরি সংক্রান্ত ডাটাবেজ প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে তৈরি করা হবে।	(ক) জরুরিভিত্তিতে শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ১৫টি শিল্প সেক্টরের মালিক ও শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধির নাম প্রেরণ করতে হবে। (খ) নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক নিম্নতম মজুরি সংক্রান্ত ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে। (গ) শ্রম অধিদপ্তর মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নতুন নতুন শিল্প সেক্টর চিহ্নিত করে জরুরিভিত্তিতে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে।	মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর /চেয়ারম্যান, নিম্নতম মজুরী বোর্ড/ যুগ্মসচিব (মজুরি অধিশাখা)	(ক) নিম্নতম মজুরি ঘোষণার মেয়াদ ০৫ (পাঁচ) বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়া বিভিন্ন শিল্প সেক্টরের অনুকূলে মজুরি বোর্ড গঠনের লক্ষ্যে মালিক ও শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধির মনোনয়ন বিষয়ে ৪৩টি শিল্পসেক্টরের মধ্যে ১৪টি শিল্পসেক্টরে (টি গার্ডেন, হোমিওপ্যাথিক কারখানা, নির্মাণ ও কাঠ, রাবার ইন্ডাষ্ট্রিজ, সিনেমা হল, ম্যাচ ইন্ডাষ্ট্রিজ, অয়েল মিলস এন্ড ভেজিটেবল প্রোডাক্টস, আয়রণ ফাউন্ড্রী এন্ড

				ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে নিযুক্ত অদক্ষ প্রাপ্ত বয়স্ক ও তরুণ শ্রমিক, আয়ুর্বেদিক কারখানা, রাইস মিলস, সল্ট ক্রাসিং, পেট্রোল পাম্প ও জুট প্রেস এন্ড বেলিং) জরুরীভিত্তিতে মালিক প্রতিনিধির মনোনয়ন প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনকে, শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধির নামের প্রস্তাব প্রেরণের জন্য জাতীয় শ্রমিক লীগকে পুনরায় তাগিদপত্র এবং বিভাগীয় শ্রম দপ্তর ও আঞ্চলিক শ্রম দপ্তরসমূহকে পত্র মারফত অনুরোধ করা হয়েছে। (খ) কার্যক্রম চলমান। (গ) কার্যক্রম চলমান।
২.২১	**বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও কেন্দ্রীয় তহবিলের অর্থ আদায় ও অনুদান প্রদান** জুলাই, ২০১৯ মাসে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন হতে ৪৭৪ জন শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে ৯১ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। জুলাই, ২০১৯ মাসে কেন্দ্রীয় তহবিল হতে ৪৪৪ জন শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে ৮ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান এবং বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের বকেয়া বেতন বাবদ ২৬ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।	(ক) যাচাই-বাছাই করে প্রকৃত শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান করতে হবে। (খ) অর্থ আদায় এবং অনুদান প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও কেন্দ্রীয় তহবিল	প্রযোজ্য নয়
২.২২	**মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর /দপ্তর/সংস্থায় মন্ত্রণালয়ের এবং মন্ত্রণালয়ে অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার অনিষ্পন্ন বিষয় নিষ্পন্নকরণ** সচিব বলেন, অনিষ্পন্ন বিষয় দ্রুত সময়ে নিষ্পন্নের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	যদি কোনো অনিষ্পন্ন বিষয় থাকে তা আগামী সমন্বয়সভার পূর্বেই নিষ্পন্ন করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও কেন্দ্রীয় তহবিল	নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হবে।
২.২৩	**সভায় উপস্থিতি** সচিব বলেন, মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/ সংস্থা-প্রধানগণকে আবশ্যিকভাবে মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়সভায় উপস্থিত থাকতে হবে। কোনো কারণে সভায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব না হলে কারণ উল্লেখ করে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।	অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা-প্রধানগণ মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থিত থাকবেন। কোনো কারণে সভায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব না হলে লিখিতভাবে উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করে সমন্বয় অধিশাখাকে অবহিত করতে হবে।	মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর/ উপসচিব (সংস্থাপন)	নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হবে।

ক্র/নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
২.২৪	**মাসিক সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনাপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ।** উপসচিব (সমন্বয়) জানান, মন্ত্রণালয়ের সকল শাখা/অধিশাখা এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহ হতে নিয়মিত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী কার্যপত্র তৈরি করা হয়েছে।	(ক) মাসিক সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী প্রেরণের ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রয়োজনীয় তথ্য/উপাত্ত/ পরিসংখ্যানসহ সমন্বয় অধিশাখায় নিয়মিত প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) উপসচিব (সমন্বয়) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কার্যপত্র প্রস্তুত করে যথারীতি পরবর্তী সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করবেন।	অধিদপ্তর/দপ্তর /সংস্থা-প্রধানগণ	নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হবে।

স্বাঃ/-
(এ.কে.এম.মিজানুর রহমান)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ফোনঃ ৯৫৫৫৫৩৭
dgdeptoflabour@gmail.com